পাক্ষিক

আহ্‌মদী

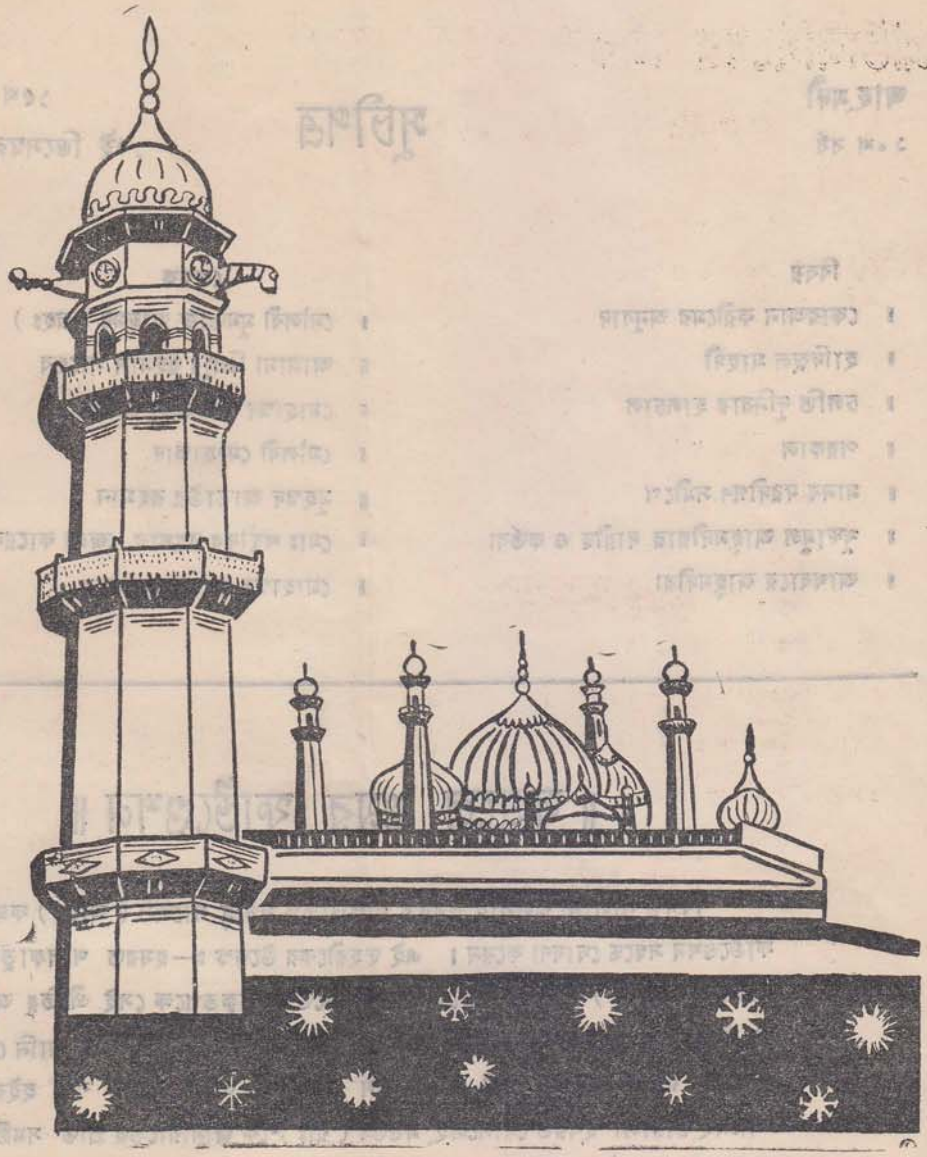

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা ১৫শ সংখ্যা বার্ষিক চাঁদা

পাক-ভারত—৫ টাকা ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬ অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৫শ সংখ্যা
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ২৪৯
॥ হাদিসুল মাহদী	॥ আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব	॥ ২৫১
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল	॥ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	॥ ২৫৫
॥ পরকাল	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ২৫৭
॥ মানব দরদীগণ সমীপে	॥ মুহম্মদ আতাউর রহমান	॥ ২৬০
॥ খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার দায়ীত্ব ও কর্তব্য	॥ মোঃ শহীদুর রহমান, জেলা কায়েদ, ঢাকা।	॥ ২৬১
॥ আখবারে আহ্‌মদীয়া	॥ মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার	॥ ২৬৪

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য ঃ—হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২০শ বর্ষ : ১৫ই ডিসেম্বর : ১৯৬৬ সন : ১৫শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আনফাল

২য় রুকু

১২ ॥ (সেই কথা স্মরণ কর) যখন তিনি নিজ সমীপ হইতে শান্তিদায়ক তন্দ্রা দ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন এবং তোমাদের উপর মেঘরাশি হইতে বারি বর্ষণ করিয়াছিলেন যেন তোমাদিগকে উহা দ্বারা পবিত্র করিয়াছেন এবং তোমাদের উপর হইতে শয়তানের অপবিত্রতা

দুর করিয়া দেন এবং তোমাদের হৃদয়কে সবল করেন এবং তোমাদের চরণকে সুদৃঢ় করেন।

১৩ ॥ (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ফিরিস্তাগনের প্রতি ওহী নাজেল করিয়া ছিলেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। অতএব তোমারা মুমিনগণকে সুদৃঢ় কর, নিশ্চয় আমি (কাফিরদের মনে পরাভাবতা ঢালিয়া দিব। সুতরাং (হে মুমিনগণ) তোমরা (কাফিরদের) গ্রীবাদেশে আঘাত হান এবং তাহাদের প্রত্যেক সংযুক্তস্থানে আঘাত কর।

১৪ ॥ এই শাস্তি এই জন্য যে তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের সহিত বিরোধিতা করিয়াছে। এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের সহিত বিরোধিতা করে, সে জানিয়া রাখুক যে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি কঠোর শাস্তিদাতা।

১৫ ॥ অতএব তোমরা এই শাস্তি (ইহকালে) ভোগ কর। এবং নিশ্চয় কাফিরদের জন্য (পরকালে) দোযখের শাস্তি নির্দ্ধারিত।

(ক্রমশঃ)

★

খোদাতালার অভিশাপ হইতে সর্বদা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিও। কারণ, তিনি অতি পবিত্র এবং আত্ম-মর্যাদাভিমানী॥ পাপাচারী কখনও খোদার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। অহঙ্কারী কখনও তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। অত্যাচারী কখনও তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। বিশ্বাস ঘাতক কখনও তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। যে তাঁহার নামের সম্মান রক্ষা করিতে ব্যগ্র নহে, সে কখনও তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। যাহারা কুকুর, পিপীলিকা বা শকুনের মত সংসারাসক্ত এবং সংসার-সম্ভোগে নিমগ্ন, তাহারা কখনও তাঁহার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। প্রত্যেক অপবিত্র চক্ষু তাঁহা হইতে দুরে। প্রত্যেক পাপাসক্ত মন তাঁহার সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি তাঁহার জন্য অগ্নিতে নিপতিত, তাহাকে অগ্নি হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। যে তাঁহার জন্য কাঁদে, সে অবশ্য হাসিবে। যে ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশ্যে সংসার বর্জ্জন করে, সে নিশ্চয় তাঁহাকে লাভ করিবে। তোমরা আন্তরিকতা পূর্ণ সরলতা এবং উৎসাহের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব লাভ করিতে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনিও তোমাদের বন্ধু হইবেন। তোমরা নিজ অধীন ব্যক্তিদের প্রতি, তোমাদের স্ত্রী পরিজন এবং গরীব ভাইদের প্রতি দয়া কর, যেন আকাশে তিনিও তোমাদের উপর দয়া করেন। তোমরা যথার্থই তাঁহার হইয়া যাও, যেন তিনিও তোমাদের হইয়া যান।

—মসিহ মওউদ (আঃ)

॥ হাদিসুল মাহদী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মীর্যা আহ্‌মদ বেগ ও ঐশী নিদর্শন

২৪নং মন্তব্য

"মীর্যা সাহেব আহমদ বেগ সাহেবের মহাম্মদী বেগম নাম্নী কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া বিবাহের প্রস্তাব করেন।"

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নিজের হীন রুচির ও নীচ প্রকৃতিরই পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতার মেছওয়া বোজারের কতিপয় লোক ছাড়া এই রকম রুচির কথা একজন ওয়াজ ব্যবসায়ী মৌলানা নাম ধারী লোকের পক্ষে মোটেই শোভা পায় না।

کرپا کان را قیاس از خود مگیر ع

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর ৫০ বৎসর বয়সে ৯ বৎসর বয়স্কা বালিকা হযরত উম্মুল মোমেনীন আয়েসা সিদ্দীকার (রাঃ) সহিত বিবাহ এবং উম্মুল মোমেনীন হযরত জয়নবের (রাঃ) সহিত বিবাহ লইয়া খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ ও আর্য্যসমাজী রাজপাল ইত্যাদি মুসলিম বিদ্বেষী "রঙ্গিলা রসুলের" মত পুস্তকের লিখকগণ যেরূপ জঘন্য রুচির পরিচয় দিয়াছে, মৌলানা রুহুল আমিব সাহেবও সেইরূপ করিয়াছেন।

تشابهت قلوبهم

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব গয়রুহুম যে-সমস্ত তফসীরের কথাগুলিকে অকাট্য প্রমাণের মত মনে করেন, সেই সমস্ত তফসীরের মধ্যেও হযরত দাউদ (আঃ) এমন কি হযরত রসুলে করীম (সাঃ) সম্বন্ধে পর্য্যন্ত এই রকম জঘন্য রুচির কথা লিখিত আছে। এই সমস্ত তফসীর পাঠ করিয়াই আজ-কালকার মৌলবী মৌলানাগণ বড় গর্ব অনুভব করিয়া থাকেন। আর এই সমস্ত তফসীরাদি হইতেই "রঙ্গিলা রসুলের' মত পুস্তকাদির গ্রন্থকারগণ 'হাওলা' (Reference) সংগ্রহ করিয়া আঁ-হজরত (সাঃ)-এর নিষ্কলঙ্ক পবিত্র চরিত্রের উপর নৃসংশভাবে আক্রমন করিতেছে। কাজেই হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর উপর মৌলানা রুহুল আমীণ সাহেব যে-ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব মীর্জা আহমদ বেগ সাহেবের কন্যা সম্বন্ধীয় যে-ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, আমরা সেই ঘটনা সম্বন্ধে প্রকৃত কথা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর লিখা হইতে নিম্নে বিবৃতি করিলাম—

(۱) "مجھے اس رشتہ کی درخواست کی کچھ ضرورت نہیں تھی سب ضرورتوں کو خدا نے پورا کر دیا تھا اولاد بھی عطا کی اور ان میں سے وہ لڑکا ہونیکا قریب مدت قبلک وعدہ دیا جس کا نام محمود احمد ہوگا اور اپنے کاموں میں اولو العزم نکلے گا پس یہ رشتہ جسکی درخواست کی گئی ہے محض بطور نشان کے ہے تا خدائے

تعالی اس کنبہ کے منکرین کو اعجوبۂ قدرت دکھلاوے - اگر وہ قبول کرین تو برکت اور نشان ان پر نازل کرے اور ان بلاؤں کو دفع کو دیوے جو نزدیک چلی آتی ہین لیکن اگر وہ رد کر دیوین تو ان پر قہری نشان نازل کر کے انکو متنبہ کرے (اشتہار ۱۵ جولائی سنہ ۱۸۸۸ع)

(۲) خدائے تعالی نے اس عاجز کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیشگوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے ایک شخص احمد بیگ نام ہے اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس عاجز کو نہیں دیگا تو تین برس کے عرصہ تک بلکہ اس سے بھی قریب تر فوت ہو جائیگا -

(۳ انی رأیت عصیانهم و طغیانهم فسوف اضربهم بانواع الافات و ایدهم من تحت السموات و سننظر ما افعل بهم و کنا علی کل شیٔ قادرین - انی اجعل نسائهم ارامل و ابنائهم یتامی و بیوتهم خربة لیذوقوا طعم ما قالوا و ماکسبوا ولکن لا اهلکهم دفعة واحدة بل قلیلا قلیلا لعلهم یرجعون و یکونون من التوابین -

(آئینۂ کمالات اسلام ص ۹۵۶)

(۴ وکذبوا بایاتنا وکانوا بها یستهزئون فسیکفیکهم الله و یردها الیک ان ربک فعال لما یرید -

(اشتہار ۱۰ جولائی ص ۱۸۸۸)

(۵) رئیت هذه المرئة و اثر البکاء علی وجهها فقلت ایها المرئة توبی توبی فان البلاء علی عقبك و المصیبة نازلة علیك یموت و یبقی منه کلاب متعددة"

(اشتہار ۱۰ جولائی ص ۱۸۸۸)

এই ৫টি এবারতের বাংলা অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১—"এই সম্বন্ধের জন্য দরখাস্ত করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না ; আল্লাহতা'লা সমস্ত প্রয়োজনই পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন ; সন্তান-সন্ততি দান করিয়াছেন ; তন্মধ্যে সেই ছেলেও দান করিয়াছেন যে দীনের চেরাগ হইবে, আর নিকটবর্ত্তী সময়ে আরও একটি ছেলে হইবে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, যাহার নাম মাহ্‌মুদ আহমদ হইবে, যিনি প্রবল মানসিক শক্তি সম্পন্ন হইবেন। সুতরাং এই সম্বন্ধের জন্য শুধু আল্লাহতা'লার নিদর্শন বা মোজেজা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই দরখাস্ত করা হইয়াছিল, এই পরিবারের আস্থাহীন লোকদিগকে আল্লাহর কুদরতে আশ্চর্য নিদর্শন দেখাইবার জন্য। যদি তাহারা গ্রহন করে তাহা হইলে আল্লাহতা'লা তাহাদের উপর কল্যাণ ও নিদর্শ অবতীর্ণ করিবেন, আর ঐসমস্ত বিপদরাশীকে দূর করিয়া দিবেন, যাহা শীঘ্রই তাহাদের উপর পতিত হইবে ; কিন্তু তাহারা যদি আমার এই প্রস্তাবকে অগ্রহ্য করে, তাহা হইলে আল্লাহতা'লার গজবের নিদর্শন তাহাদের উপর অবতীর্ণ হইবে এবং তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবে। (বিজ্ঞাপন, ১৫ জুলাই, ১৮৮৮)

২—"আল্লাহতা'লা এই অধমের বিরুদ্ধবাদী আত্মীয়-দিগকে এক নিদর্শন বা 'মোজেজা দেখাইবার জন্য এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্যে মীর্জা আহমদ বেগ নামীয় এক ব্যক্তি আছেন তিনি যদি তাঁহার বড় মেয়েটিকে এই অধমের কাছে না দেন, তাহা হইলে তিন বৎসর পর্যন্ত, বরং আরো নিকট বর্ত্তী সময়ে তিনি মরিয়া যাইবেন।'

(বিজ্ঞাপন,২০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ ইং)

৩—"আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন, আমি তাহাদের পাপরাশি ও স্বেচ্ছাচারীতা দেখিয়াছি, শীঘ্রই আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারের বিপদরাশি দিয়া মারিব এবং আকাশের নীচ হইতে তাহাদিগকে উৎসন্ন করিব; অচিরেই তুমি দেখিবে আমি তাহাদের সঙ্গে কি করি এবং আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সক্ষম। আমি তাহাদের স্ত্রীদিগকে বিধবা এবং ছেলেদিগকে পিতৃহীন করিব, এবং তাহাদের গৃহগুলিকে জনহীন করিব, তাহারা যাহা বলিয়াছে ও করিয়াছে উহার স্বাদ যেন তাহারা গ্রহণ করে। কিন্তু আমি তাহাদিগকে এবারে ধ্বংস করিব না, বরং অল্প অল্প করিয়া মারিব যেন তাহারা ফিরিয়া আসিবার ও তৌবা করিবার সুযোগ পায়।

(আইনায়ে-কামালাতে ইসলাম, ৫৬৯ পৃঃ)

৪—"তাহারা আমার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করিয়াছে, এবং ইহাদের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছে, অতএব আল্লাহ্‌ই তোমার পক্ষে তাহাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি তাহাকে তোমার দিকে ফিরাইয়া আনিবেন তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন।' (বিজ্ঞাপন ১০ জুলাই, ১৮৮৮ইং)

৫—"এই নারীকে (আহ্‌মদ বেগের শ্বাশুড়ী) আমি দেখিয়াছি, এবং তাহার চেহারাতে ক্রন্দনের চিহ্ন, তখন আমি বলিলাম, হে নারী! তৌবা কর, যেহেতু বিপদ তোমার পিছনে এবং তোমার প্রতি আপদ অবতীর্ণ হইবে। সে (আহ্‌মদ বেগ) মরিবে এবং তাহার পক্ষ হইতে কতিপয় কুফুর অবশিষ্ট থাকিবে।" (বিজ্ঞাপন, ১০ জুলাই, ১৮৮৮ইং)

পাঠক হজরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর এই ৫টি এবারত পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, এই বিবাহের প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিবাহ হওয়া ছিল না, বরং বিবাহ-প্রস্তাবের উপলক্ষ করিয়া একটা বৃহৎ খান্দানের কতকগুলি নাস্তিক প্রকৃতির লোকের উপর আল্লাহ্‌র 'কহর' নাজেল করাইয়া দেখাইয়া দেওয়া যে, বাস্তবিক এক ইচ্ছাময় সর্ব শক্তিমান বিরাট স্বত্ত্বা আছেন, তিনি যখন ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, এবং করেন। আর পাঠক ইহাও দেখিতে ও বুঝিতে পারিতেছেন যে, সর্তমূলক ভবিষ্যদ্বাণীর উপলক্ষিত বিবাহ-প্রস্তাব মঞ্জুর না হইয়া যে উক্ত খান্দানের কতিপয় লোক আল্লাহ্‌র 'কহরের' নিদর্শনস্বরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, ভবিষ্যদ্বাণীর কর্ত্তা তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। তিনি যেন জানিতেন যে এই বিবাহ হইবে না, এই প্রস্তাব উপলক্ষ করিয়া হাসি ও বিদ্রূপ হইবে। ফলতঃ প্রস্তাব উপলক্ষ করিয়া খান্দানের মধ্যে দুই রকম লোকের প্রতি আল্লাহতা'লা দুই রকম ব্যবহার করিয়াছেন। যাহারা বিরুদ্ধাচরণ, হাসি ও বিদ্রূপ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র কহর নাজিল হইয়াছে, তাহারা আল্লাহর কহরে নিষ্পেষিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, অহামদ বেগও নির্দ্ধারিত মেয়াদের ভিতরেই মারা গিয়াছে। আর যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, বরং ভীত হইয়া তৌবা এস্তেগফার করিয়াছেন, তাহারা আল্লাহ্‌র গজব হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ রহিয়াছেন।

বস্তুতঃ, এই বিবাহের প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে বিবাহ সংসাধিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না। এই বিবাহের প্রস্তাব উপলক্ষ করিয়া আল্লাহ্‌তা'লা দেখাইয়াছেন যে, মানুষের পারিবারিক ব্যপারের ভিতরেও আল্লাহ্‌ তা'লার কর্ত্তৃত্বময় অস্তিত্ব বিরাজ করিতেছে, আর যাহারা এই মোজেজা দেখিয়া তৌবা করিয়াছেন, হজরত মসিহ মওউদের (আঃ), সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা আজ আল্লার তরফ হইতে বা-বরকত কল্যাণময় জীবন লাভ করিয়া হযরত মসিহ মওউদের, (আঃ) সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছেন।

এখন শুধু 'কতিপয় কুকুর' এই কথা লইয়া ঘেও ঘেও করিতেছে। আমি বলি যাহাদের সম্বন্ধে এই ভবিষ্য-দ্বাণী করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা জীবিত, তাহারা ত এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব গয়রুহুম কোন অধিকার নিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর আপত্তি উত্থাপন করেন?

এখন আমরা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর এই ঘটনার সাদৃশ ঘটনা জগতের শ্রেষ্ঠতম কল্যান হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর জীবন হইতে পেশ করিতেছি। পাঠক নবীদের জীবনের এই রকন ঘটনার স্বার্থকতা বুঝিতে পারিবেন। জায়েদ নামে হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর তৎকালীন প্রথানুযায়ী এক পোষ্য-পুত্র ছিলেন। আঁ-হযরত (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জাহাসের নিকট প্রস্তাব করিলেন, আমার পুত্র জায়েদের নিকট তোমার ভগ্নি জয়নাবকে বিবাহ দাও। আবদুল্লাহ্‌ইবনে জাহাস ও জয়নাব উভয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন হযরত বলিলেন, আল্লাহতা'লার এই এই আয়াত নাজেল হইয়াছে :—

ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله
ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من
امرهم - (احزاب ٥)

"মোমেন পুরুষ ও স্ত্রীর পক্ষে তাহাদের নিজের বিষয়ও স্বাধীনতা থাকে না, আল্লাহ্ ও রসুল তাঁহার কোন বিষয়ে মীমাংসা করেন।"

এই আয়াত শ্রবণ করিয়া আবদুল্লাহ ইবনে-জাহাস এবং হযরত জয়নাব (রাঃ) এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু মুসলমান পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, এই বিবাহ বিবাহ স্থায়ী হইল না। অবশেষে এই বিবাহ বিচ্ছেদ করাইতে আঁ-হজরত (সাঃ)-কে বাধ্য হইতে হইল এবং আল্লাহ্‌র আদেশে আঁ-হযরত (সাঃ)-কে বিবি জয়নবের পাণী গ্রহণ করিতে হইল।

فلما قضى زيد منها وطرا زوجنكها
لكى لا يكون على المؤمنين حرج - احزاب ٥)

"জায়েদ যখন নিজের দরকার পূরণ করিয়া লইল, আমি তাহাকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম, যেন মোমেনদের জন্য পোষ্যপুত্রদের স্ত্রী সম্বন্ধে কোনও অসুবিধা না হয়।"

পাঠক আপনি দেখিতে পাইতেছেন হজরত উম্মুল মোমেনীন বিবি জয়নাব (রাঃ)-এর বিবাহ প্রথমে আল্লাহর নির্দেশমতেই জায়েদের সঙ্গে হইয়াছিল, এবং আল্লাহর নির্দেশমতেই বিবাহ বিচ্ছেদও হইল, আবার আল্লাহ্‌র নির্দেশ মতে স্বয়ং আঁ-হজরত (সাঃ) বিবি জয়নাব (রাঃ)-এর পাণী গ্রহণ করিলেন। হযরত রসুলে করীম (রাঃ)-এর জীবনের এই ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া হীনচেতা দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা যে প্রকারের জঘন্য মন্তব্যের প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা 'রঙ্গিলা রসুলের, মত পুস্তকাদি প্রকাশ হওয়ার পর আর কাহারও জানিতে বাকী নাই। কিন্তু প্রত্যেক সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ইমানদার মাত্রই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনের মধ্যে অতি পরিষ্কার ভাবেই দেখিতে পাইবেন যে, বিবি জয়নাবের উভয় বিবাহের মধ্যে শুধু বিবাহই, ভিতর দিয়া একটা মস্তবড় সামাজিক কুপ্রাথার উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে। এই ঘটনার মধ্যে প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ আঁ-হজরত (সাঃ)-এর নিষ্ঠাবান শিষ্য ও সাহাবী ছিলেন; আল্লাহতা'লা এই বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনঃ-বিবাহ ঘটাইয়া একটা সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন এবং ঘটনার মধ্যে ইহাই ছিল আল্লাহতা'লার মহান উদ্দেশ্য।

আর আল্লাহতা'লা হজরত মসিহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধাবাদী দুষ্ট নাস্তিক প্রকৃতির লোকদের মধ্যে সর্তমূলক এক বিবাহ- প্রস্তাব করাইয়া প্রস্তাবের সর্ত অনুসারে বিরুদ্ধবাদী দুষ্ট লোকদের

পর গজব ও ভীতচিত্ত তৌবাকারী শিষ্ট লোকদের উপর সর্তানুযায়ী স্বীয় সচেতন অস্তিত্বের বাস্তব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এবং ইসলাম তাঁহার প্রতিশ্রুত মসিহের সত্যতার সাক্ষ্য দান করিয়াছের। এত বড় নিদর্শনকে লক্ষ্য করিয়া যাহারা বাজারী বিদ্রূপ করিতে লজ্জা অনুভব করে না, তাহারা নিজ নিজ চরিত্রের আভ্যন্তরীণ হীণ অবস্থারই পরিচয় প্রদান করেন। ইহাতে আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষদের কোনই ক্ষতি হয় না, আঁ-হযরত (সাঃ) কোন ক্ষতি হয় নাই, আর তাঁহার খলিফা মসিহ মাওউদ (আঃ)-এরও কোন ক্ষতি হয় নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সিল সিলা দিন দিন উন্নতিই করিয়াছে, এবং করিতে থাকিবেই।

چشم بد اندیش کہ برکندہ باد
عیب نماید ھنرش در نظر

(ক্রমশঃ)

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

মানুষের স্থলে ব্যাঘ্র—তবেই দেখুন ঃ

ইদানিং জাকার্তা হতে প্রকাশিত একটি সংবাদে চোরদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য ইন্দোনেশীয় কফি বাগানের মালিকেরা প্রহরার জন্য মানুষের স্থলে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যাঘ্র নিযুক্ত করবেন। ইহারা ভয় দেখিয়ে চোর তাড়াবে এবং তাতে কফির উৎপাদন বেড়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

বাগানের জনৈক মালিক এরূপ করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেন যে, সাধারণতঃ মানুষ প্রহরীকে ঘুষের দ্বারা প্রভাবান্বিত করা যায়।

তবেই দেখুন, অধঃপাতে যাত্রা করলে মানুষ পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে চলে যায়। বিংশ শতাব্দিতে জিন্দেগী গুজরান করে আমরা সভ্যতার যত বড়াই করি না কেন—ব্যাঘ্রজাতি যদি কথা বলতে পারত তবে ওরা হয়তো বেশ ফলাও করেই দুনিয়ার সামনে বলে বেড়াতো—তোমরা সভ্য হওনি, হয়েছ উন্নত অসভ্য।

—·····—

বদ অভ্যাসের ভূত ঃ

বরিশাল হইতে প্রকাশিত ১৪ই আশ্বিনের (১৩৭৩ সাল) 'বরিশাল দর্পণে' "চিন্তার খোরাক" নামে একটি তথ্য বহুল সংবাদে পরিবেশিত হয়েছে। ইহাতে বলা হয়েছে ঃ

'ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আমরা বে-দিশা। খাদ্যের জন্য পরের দ্বারে হাত পাতিতেছি আমরা বারবার। হাত পাতিয়া চলিয়াছি আরো কত কিছুর জন্য কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এরূপ অভাব অনটন স্বত্বেও আমরা শুধু ধূমপান করিয়াই প্রতি বৎসরে একশত দশ কোটি টাকা উড়াইয়া দিতেছি।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তর হইতে প্রকাশিত ১৯৫৮—১৯৬৫ সনের আর্থিক অগ্রগতি (Economic growth) সম্পর্কীয় পুস্তিকা হইতে জানা যায় যে, বিগত বছরে পাকিস্তানে ২২০০ কোটি সিগারেট প্রস্তুত হইয়াছে। এই সংখ্যা ১৯৫৭ সনের উৎপাদন

অপেক্ষা শতকরা ৪৮৮ গুণ অধিক। ২২০০ কোটি সিগারেটের মোট মূল্য হইতেছে পূর্বোক্ত ১১০ কোটি টাকা। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে আমরা প্রতিদিন ৩০,১৩,০০০ টাকার সিগারেট পান করিতেছি, অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় ১,২৫,০০০ টাকা। বিদেশীয় সিগার, সিগারেট এবং অন্যবিধ ধূমপান এখানে ধরা হয় নাই।

এখানে অধারনীয় ব্যাপার হইল এভাবে ধূমপানে ব্যয়িত বিপুল পরিমাণ অর্থের দ্বারা আমরা প্রতি বছরে ২৭টি সুপারসনিক জেট বিমান অথবা ৫৫০টি ট্যাঙ্ক অথবা ১১০টি ক্ষুদ্রাকার যুদ্ধ জাহাজ খরিদ করিতে পারি। অন্যথায় এপরিমাণ অর্থের দ্বারা আমরা প্রতি বছর ১১০টি বৃহত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিতেও সক্ষম হই।"

চিন্তা খোরাক ত নিশ্চয়। ভাবছি, আমরা মানুষ বিবেক বুদ্ধির একচেটিয়া অধিকারী। অথচ স্বেচ্ছায় আমরা বদ অভ্যাস গড়ে তুলি, এনিয়ে বড়াই করি। বদ অভ্যাসের অগ্রগতিরও হিসাব নিকাশ করি। ধূম পান স্বাস্থ্যের জন্য খুবই হানিকর। তাছাড়া যে পরিমাণ জমিতে তামাকের চাষ করা হয়, তাতে খাদ্য সমস্যার সমাধানে আমরা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারি। কিন্তু বদ অভ্যাসের ভূত ঘাড় হতে সরানোর জন্য বদ্ধ পরিকার হলেতো।

—……—

সবে মাত্র শুরু ঃ

সম্প্রতি বৈরুত হতে "আরব বিশ্বের প্রথম সুন্দরী প্রতিযোগিতা, তবে তাঁহারা স্নানের পোষাক পরিবেন না" বলে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে ঃ—

"আরব বিশ্বের প্রথম সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার জন্য সুন্দরী মহিলারা নিজেদেরকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুন্দরী গণকে প্রথম অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। তাঁহারা ত্রিপলির নিকটে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগ দিবেন এবং পরে বৈরুতে 'মিস লেবানন' নির্বাচনে উপস্থিত থাকিবেন।

ইতিমধ্যে তাঁহারা ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শন করিবেন এবং বিভিন্ন পার্টিতে যোগ দিবেন। একটি বেসরকারী দল এই সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। সিরিয়া, ইরাক, আরব প্রজাতন্ত্র, সুদান, মরোক্কো, তিউনিসিয়া, জর্ডন, আলজিরিয়া, কোয়াইত, এবং লোবানন ইহাতে অংশ গ্রহণ করিবেন।

প্রতিযোগিতায় অংগ্রহণকারিণী কোন মহিলাই স্নানের পোষাক পরিবেন না। তাহাদিগকে জাতীয় পোশাক অথবা সান্ধ্য পোষাক পরিতে বলা হইয়াছে।

যিনি এই সুন্দরী প্রতিযোগিতায় জয়ী হইবেন তাঁহাকে ৩ হাজার লোবানীজ পাউণ্ড (৫ হাজার টাকা) নগদ পুরস্কার এবং ইউরোপ ভ্রমণের টিকিট (প্রত্যাবর্তন সহ) দেওয়া হইবে।"

ভাবছি, সবেমাত্র শুরু। অচিরেই হয়ত তাঁরা ছাড়িয়ে যাবেন তাঁদের গুরু।

———

অধোগামী মুষিক সাজিও না; বরং ঊর্দ্ধগামী কবুতর হইবার চেষ্টা কর, যাহা নভ-মণ্ডলে বিচরণ করা পছন্দ করে। — হজরত আহমদ (আঃ)

★

॥ পরকাল ॥

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আল্লাহ্‌তা'লার নিকট আত্ম-সমর্পণের ফল

মানুষ যখন আল্লাহ্‌তা'লার নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে, এবং নিজের নফ্‌সের ডাককে উপেক্ষা করিয়া প্রত্যেক নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে আল্লাহ্‌-তায়ালার ডাককে প্রাধান্য দেয় এবং নিজের জীবনে

قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العلمین ○

অর্থাৎ—"বল ঃ আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু সকলই আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য, যিনি বিশ্বের রব (প্রতিপালক)।" (সুরা আনআম —২০শ রুকু) আয়াতকে রূপায়িত করে, তখন তাহার প্রত্যেকটি কাজ যেন স্বয়ং খোদাতায়ালার হইয়া যায়। তখন তাহার অবস্থা অগ্নিতে নিপতিত লৌহ শলাকার ন্যায় হয়, যাহার মধ্যে অগ্নির সকল গুণাগুণ প্রকাশিত হয়। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য হযরত রসুল (সাঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন ঃ যখন বান্দা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাধনায় আমার নিকট আত্ম সমর্পণ করে, তখন আমি তাহার কর্ণ হইয়া যাই, যদ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তাহার চক্ষু হইয়া যাই, যদ্বারা সে দর্শন করে, আমি তাহার হস্ত হইয়া যাই, যদ্বারা সে ধারণ করে এবং তাহার পা হইয়া যাই, যদ্বারা সে চলে।"—(বুখারী)। এইরূপ ব্যক্তির মধ্যে তখন খোদা প্রতিফলিত হইয়া যান এবং তখন ফেরেস্তাগণ তাহার প্রতি সেইরূপ বাধ্য হইয়া যায়, যেরূপ খোদার প্রতি। এই প্রকার মানবের জন্যই আল্লাহ্‌ ফেরেস্তাগণকে আদেশ দিয়াছেন,

اسجدو لادم

অর্থাৎ—"আদমের নিকট সেজদা কর (অর্থাৎ তাহার বাধ্য হও)।" (সুরা—বকর, ৪র্থ রুকু)।

فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین ○

অর্থাৎ—"যখন আমি তাহাকে (মানবকে) পূর্ণ ছাঁচ দিলাম এবং তাহার মধ্যে আমার রুহ ফুঁকিয়া দিলাম, তোমরা (ফেরেস্তাগণ) তাহার নিকট সেজদা কর।" (সুরা-হিজর—৩য় রুকু)।

আদেশ অমান্যকারীর আত্মার সাক্ষ্য

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তা'লার আদেশের বিরোধী কাজ করে, কোন সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি তাহার কাজকে আল্লাহ্‌র কাজ বলিতে বা তাহার কাজের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালাকে দায়ী করিতে পারে না। আমাদের বিবেক এরূপ অভিযোগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। যখন কোন দুষ্কিয়ার জন্য মানুষ ঘোর বিপদে পতিত হয় এবং তাহার মন হইতে পার্থিব আসক্তির ছলনামর পোষাকগুলি স্খলিত হইয়া পড়িয়া যায়, তখন সে নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে থাকে যে, এবার উদ্ধার পাইলে সে আর এমন কাজ করিবে না। বিপদের আঘাতে তাহার বন্ধন মুক্ত মনের এই প্রতিজ্ঞা স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, ভাল ও মন্দ করার স্বাধীনতা তাহার ছিল ও আছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন ঃ

ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يويلنا انا كنا ظالمين ○

অর্থাৎ—"এবং যদি তোমার রবের শাস্তির একটি নিঃশ্বাস তাহাদিগকে স্পর্শ করে, তাহারা নিশ্চয়ই চীৎকার করিয়া উঠিবে; পরিতাপ আমাদের জন্য! নিশ্চয়ই আমরা অন্যায়কারী ছিলাম।" (সুরা আম্বিয়া—৪র্থ রুকু)। যদি পাপাচারীর পাপের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা দায়ী হইতেন, তাহা হইলে পাপীর আত্মা তাহার কৃত পাপের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার বিরুদ্ধে অভিযোগ না আনিয়া, নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে কেন? সুতরাং মানুষের অনুতাপ এক অকাট্য প্রমাণ যে, ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার ব্যাপারে তাহাকে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে, তখন তাহার কাজ আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছাধীনে পরিচালিত হয় এবং যখন মানুষ আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করে, তখন তাহার কর্মের দায়ীত্ব তাহার নিজস্ব। তাহার আত্মায় ইহার স্বীকৃতি বর্তমান।

যথাক্রমে ফেরেস্তা ও শয়তানের কার্য

ফেরেস্তাগণ মানবের সুপ্ত শক্তি ও তাহার অমর মহিমা প্রকাশে সাহায্য করে এবং শয়তান তাহার গোপন দুর্বলতা ও তজ্জনিত লজ্জাকে অনাবৃত করিয়া দেয়। নবী প্রেরণ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে দুর্বলতা দূর করিবার এবং লজ্জার পথ পরিহার করিয়া শক্তি ও মহিমার পথে চলিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। যাহারা সে ডাকে সাড়া দেয়, তাহারা সাফল্য লাভ করে।

শয়তান যখন জাতিগতভাবে মানুষের সকল দুর্বলতাকে নগ্ন করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতে থাকে, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা আপন করুণায় তাহাদিগের মধ্যে নবীর আবির্ভাব করিয়া তাঁহার নিকট অবনত হইয়া, তাহাদিগের যে সুপ্ত-শক্তি আছে, সেই গুলিকে জাগ্রত করিয়া মহিমা ও অমরত্বের পানে ডাক দেন এবং ফেরেস্তাগণ সেই কার্যে তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন।

হযরত আদম ও ইবলিস

উপরিল্লিখিত কার্যের জন্য বর্তমান সভ্যতার সংস্থাপনা যে নবীর দ্বারা সূচিত হইয়াছিল, তাঁহার নাম আদম (আঃ) এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদীর নাম ছিল ইবলিস। ইবলিসের দাবী ছিল যে, সে আদম হইতে উত্তম।

قال انا خير منه ج خلقتني من نار وخلقته من طين ○

সে "অর্থাৎ—(ইবলিস) বলিলঃ আমি তাহার [আদম (আঃ)] অপেক্ষা উত্তম। তুমি আমাকে অগ্নি হইতে সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছ।" (সুরা-আরাফ—২য় রুকু)। ইবলিসকে জীনদের মধ্য হইতে একজন বলা হইয়াছে। যথা—

كان من الجن

অর্থাৎ—"সে জীনদের মধ্যে একজন ছিল।" (সুরা-কাহাফ—৭ম রুকু)। জিনদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাহাদিগকে অগ্নি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। যথা—

وخلق الجان من مارج من نار

অর্থাৎ—"এবং তিনি (আল্লাহ্‌) জীনকে সৃষ্টি করিয়াছেন অগ্নিশিখা হইতে।" (সুরা রহমান—১ম রুকু)।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি অগ্নি অহঙ্কার ও উগ্র মেজাজকে নির্দেশ করে এবং কর্দম বিনয় এবং ছাঁচ-গ্রহনোপযোগীতাকে নির্দেশ করে। হযরত আদম (আঃ) ছিলেন বিনয়ী ও বাধ্যতামনোবৃত্তি সম্পন্ন এবং ইবলিস ছিল অহঙ্কারী ও অবাধ্য। ইবলিস ছিল

অহঙ্কারী ব্যক্তিদের সর্দার এবং হযরত আদম (আঃ) ছিলেন বিনয়ী এবং নম্রপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে এক-জন। হযরত আদম (আঃ) যে সমাজ ব্যবস্থা আনিলেন তাহা নম্রপ্রকৃতিবিশিষ্ট বিনয়ী ব্যক্তিগণ মানিল, কিন্তু ইবলিস ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ সমাজ ব্যবস্থা পালন করিতে অস্বীকার করিল। তাহারা দেখিল সমাজের মধ্যে বাধ্য-বাধকতা রহিয়াছে। উহার মধ্যে গেলে তাহাদিগের স্বাধীনতা খর্ব ও লুপ্ত হইবে এবং তাহাদিগকে দাসত্ব বরণ করিতে হইবে। তাহারা স্বাধীনতা রক্ষা করে হজরত আদম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে অবাধ্যতার পতাকা উত্তোলন করিল। এই নাট্যের অভিনয় যুগে যুগে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ঘটিয়া আসিতেছে। নবীর বিরুদ্ধবাদীগণ এ কথা বুঝিতে চাহে নাই যে, তাঁহাকে মানিলে তাহাদিগকে দাসত্ব করিতে হইবে না; বরং শয়তানের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহাদিগের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে। যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়া বাধ্য হইয়া চলে, তাহারাই ইহকাল ও পরকালে উচ্চ মর্য্যাদা লাভ করে এবং যাহারা নিজদিগকে বড় মনে করিয়া অবাধ্যতার পতাকা উত্তোলন করে, তাহারা নীচে নামিয়া যায়।

মনে হয় রোম ও গ্রীস দেশের আদিম অধিবাসীগণ হযরত আদম (আঃ)-এর বিরুদ্ধাচারীগণের বংশধর ছিল। হযরত আদম (আঃ)-কে طين (তীন) অর্থাৎ কর্দম হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে। পুরাতন রোমের ভাষা ছিল لاطين লাতীন (তীন-নয়)। এই রাজ্য ইটালী হইতে গ্রীস ও তুর্কী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইটালির একটি এলাকার নাম লাটিয়ম। অনুরূপভাবে গ্রীসের একটি এলাকার নাম আইওন। তাহারা নিজদিগকে আইওনিয়ান বলিত। Ion (আইওন) শব্দটি সুস্পষ্টতঃ Jin (জীন) শব্দের অপভ্রংশ। সে যুগে আভিজাত্য ও অহংকার রোমীয় ও গ্রীকগণের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠতাকে গ্রীকগণ জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিত। ইহাকে তাহাদের ভাষায় Arete বলিত। দেখিতেও তাহারা সুশ্রী এবং তাহাদের চেহারায় রূপাগ্নির ঝলক ছিল। ইবলিসের দাবীও ইহাই ছিল যে, সে কর্দমের তৈরী নহে বরং অগ্নিশিখা উদ্ভূত এবং সে বড়। (ক্রমশঃ)

★

মানব দরদীগণ সমীপে

মুহম্মদ আতাউর রহমান

সাদা, কাল, শূদ্র, ব্রাহ্মণ, আস্তিক, নাস্তিক, সবই মিলিয়া গোটা মানব সমাজ—সবাই একই পিতা রব্বুল আলামীনের [সবজাতির পালনকর্তার] সন্তান। কেহই অবজ্ঞার পাত্র নহে।

পৃথিবী নামক একই গ্রহে বাড়ী, একই পিতার সন্তান। কিন্তু হইলে কি হয়। মানুষে মানুষে, দেশে, দেশে, এমন কি নগরে নগরে ব্যবধান বাড়িয়া চলিয়াছে। বার্লিন ও জেরুজালেম নগরে বিভেদ প্রাচীর খাড়া হইয়াছে। অথচ বহু ব্যবধানের গ্রহে গ্রহে মানুষ বা অন্য প্রাণীর জন্য অভিযান ও গবেষণায় এখানের মানুষ ব্যস্ত হইয়াছে, প্রাণপাত শুরু করিয়াছে।

মানুষ ভাই ভাই, কিন্তু তারা আজ ঠাঁই ঠাঁই। বহু দূরে দূরে মানুষ ভাই ভাই, কিন্তু তাহাদের মধ্যে হিংসা, বিবাদ আজ চরমে উঠিয়াছে। ভাই, ভাইকে খুন করিবার জন্য জলে, স্থলে, আকাশে লড়াই চালাইয়াছে। আনবিক বোমায় বিষ বাষ্প রোগ বীজাণু- যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। ভাই ভাই এর খুন-খারাবীতে দক্ষতা দেখাইয়া বাহবা চাহিতেছে। তাই ভাই ভাইকে হত্যা করিতেছে, দেশ ছাড়া, গৃহছাড়া করিয়া পথে বসাইয়াছে, মোহাজের বানাইয়াছে, হৃদয়-বিদারক দুঃখ-দুর্গতিসহ খোলা আকাশের নীচে তিলে তিলে মরিতে দিয়াছে।

মাতৃজাতি—দশ মাস দশ দিন আমাদের বোঝা টানিয়া থাকেন। তাঁহারা সম্মানর্হ, কিন্তু তাঁহারা আজ তাঁহাদের উচ্চপদ হইতে ভোগ ব্যবসায়ের পণ্যের স্তরে নিপতিত। বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগীতা, বাণিজ্যিক পণ্যের বিজ্ঞাপণ এবং পুরুষের সংগে নারীর সর্ব্বত্র প্রতিদ্বন্দ্বী-মনোভাব মাতৃজাতির গৌরব বর্ধন করে না কিংবা তাঁহার জীবনের লক্ষ্যার্জ্জনে সহায়ক হইতে পারে না, কিন্তু এসবক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে কে টানিয়াছে ?

ওপারের ইতিহাস দেখুন, "নরকে নারায়ণ" পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে অর্থাৎ মানুষকে কত উচ্চ সম্মান দেওয়া হইয়াছিল। আর আজ সেখানে মানুষ মানুষকে খুন করে। এজন্য ক্রন্দনরোল উঠে না কিন্তু মানবেতর প্রাণীর কল্পিত জীবন শংকায় মানুষ ক্রন্দন করে, প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়।

বিশ্ব পিতা রহমানুর রহীম—তাঁহার প্রেমের শেষ নাই, বিরতি নাই, তিনি তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে প্রেম শিক্ষা দেওয়ার জন্য, তাহাদের হানাহানি—বন্ধ করিয়া শান্তির সন্ধান দিবার জন্য যুগে যুগে মহামানব প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ তাঁহাদিগকে আসামাত্রই পুষ্পমাল্য গলায় দিয়া গ্রহণ করে নাই, বরং তাঁহাদিগের সংগে মারমুখী হইয়া নিজের দুর্ভোগ বাড়াইয়াছে।

বারান্তরে।

★

খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার দায়ীত্ব ও কর্তব্য

মোঃ শহীদুর রহমান, জেলা কায়েদ, ঢাকা।

সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচার করিবার দায়িত্ব আহমদী জামাতের উপর অর্পিত। তাই আবাল বৃদ্ধ-বনিতা প্রতিটি আহমদীর কর্তব্যের কোন অন্ত নাই। এই সব অফুরন্ত কর্তব্য সমূহ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হইবার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের মহান নেতা হজরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) জামাতের সম্মুখে একটি সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা উপস্থিত করেন।

বয়সের ভিত্তিতে সকল আহমদী বালক, যুবক বৃদ্ধ, বালিকা এবং মহিলা দিগকে তিনি যথাক্রমে আতফালুল আহমদীয়া, খুদ্দামুল আহমদীয়া, আনসারুল্লাহ, নাসেরাতুল আহমদীয়া ও লাজনা আমাউল্লা নামক পাঁচটি প্রধান শাখায় বিভক্ত করেন এবং স্ব স্ব শাখার নিমিত্ত গুরুত্ব পূর্ণ কর্তব্য সমূহ নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।

যে কোন একটি শাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য অপর যে কোন শাখার তুলনায় কোন অংশে কম নহে; তথাপিও হজরত মোসলেহ মওউদ (রা) খুদ্দামুল আহমদীয়া অর্থাৎ যুবক সংঘ শাখার উপর সমাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। বর্তমান পরিস্থিতি ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমি কেবল মাত্র সেই খুদ্দামুল আহমদী শাখাটির দায়ীত্বও ও করণীয় কর্তব্য সমূহ এই প্রবন্ধে উপস্থিত করিব।

পবিত্র কোরআন করীমে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন "তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, যাহাদিগকে মানব কল্যানের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তোমরা (লোকদিগকে) সৎ কার্যের আদেশ দাও এবং মন্দ কার্য হইতে নিষেধ কর।"

আল্লার এই সুমহান আদেশকে সংশোধিত যুবকরাই বাস্তবায়িত করিতে পারে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, প্রত্যেক জাতীর জাগরনের মূলে যুবকদের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে। প্রথম যুগের মুসলিম যুবকেরা ধর্ম প্রচারের জন্য যে ভাবে জীবন-সম্পদ সব কিছুই অবলীলাক্রমে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার অজস্র দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে, এবং অনাদীকালের সকল যুবকদিগকে অনুপ্রেরণা দান করিয়া চলিয়াছে।

হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মজলিশে খুদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া বলেন, "যুবকদের সংশোধন ব্যতীত কোন জাতী উন্নতি লাভ করিতে পারে না; কেননা যুবকেরাই হইল জাতির মেরুদণ্ড। তাই বিশ্ব সংস্কারের গুরু দায়ীত্ব তাহাদিগকেব হন করিতে হইবে।"

হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর বাণীকে কর্মে প্রতিষ্ঠা করিবার ভার আমাদের উপর ন্যস্ত। ঐকান্তিক কর্ম প্রচেষ্টা ও মহান আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমাদিগকে অগ্রসর হইবে, সসিহ মওউদ (আঃ)-এর পয়গামকে বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে পৌঁছাইতে হইবে; ইসলামের অপর একখানি নজির বিহীন নুতন ইতিহাস সৃষ্টি করিতে হইবে। তাই উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি আমার খুদ্দাম ভাইদিগকে কতিপয় গুরুত্ব পূর্ণ দায়ীত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করিতে চাই।

আমাদের প্রথম কর্তব্য হইল, প্রত্যেক আহমদী জামাতে (যেখানে তিন বা তদোধিক খুদ্দাম আছে)

মজলিসে খুদ্দামুল আহমদীয়া গঠন করা। তারপর সদরের প্রোগ্রাম অনুযায়ী নব্য যুবকদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা ও জাগরন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো এবং তাহাদিগকে উত্তরোত্তর প্রগতির পথে অগ্রবর্তী করা আমাদের বিশেষ দায়িত্ব।

ইহার পর দ্বিতীয় কর্তব্য হইল, প্রতি আহমদীর জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা। এইজন্য পূর্ব হইতে নিয়মিত কোরআন করীম শিক্ষা করা, উহার অর্থ জানা এবং বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা অবগত হওয়া আমাদের অপরিহার্য্য কর্তব্য। কেবল তাহাই নয়, উহার পূর্ণ আমলও দেখাইতে হইবে। আমাদের বর্তমান নেতা হজরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) বলিয়াছেন, "তোমাদের হৃদয়কে কোরানের আলোকে এমন ভাবে আলোকিত কর, যাহাতে দর্শকগন তোমাদের চেহারার মধ্যে কেবল মাত্র কোরআনের আলো দেখিতে পায়।"

সুতরাং কোরআন শরীফ শিক্ষা করা এবং অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদিগকে সংগ্রামী মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

আমাদের তৃতীয় কর্তব্য হইল, প্রত্যেকের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন এবং আল্লার নৈকট্য লাভের জন্য ফরজ ও সুন্নত ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে নফল এবাদাতেরও অভ্যাস করা। প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য ভৃত্য যেমন আদেশাতিরিক্ত কার্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ আল্লাহতায়ালার পরম অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে আমাদিগকে নফল এবাদাত গুলিরও (যেমন তাহাজ্জোদ, দরুদ, অস্তাগফার পাঠ ইত্যাদী) অনুশীলন করিতে হইবে। হজরত রসুল করীম (সঃ) ইহকাল পরকাল সম্পর্কে সর্ব প্রকার সফলতা ও নিশ্চমতা লাভ করিয়াও আল্লার শুকুর গোজারীর উদ্দেশ্যে অত্যাধিক পরিমানে নফল ইবাদাত করিতেন এবং অধিক রাত্রে নফল নামাজ পাঠ কালীন রুকু হইতে দণ্ডায়মান হইয়া অনেকক্ষণ যাবত আল্লাহর দরবারে দোয়ামগ্ন থাকিতেন। বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহর সকাশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্ত নাই।

আমাদের চতুর্থ কর্তব্য হইল, শিশুদের জন্য যথারীতি তালিম তরবিয়তের ব্যবস্থা করা, উত্তম চরিত্র গঠনে তাহাদিগকে সহায়তা করা এবং ইসলামের সেবায় উদ্দীপিত করা। শিশু ভূমিষ্ট হইবার পর মূহূর্তেই তাহাদিগের কর্ণে ইসলামের বাণী ঘোষনা করার জন্য রসুল করীম নির্দেশ দিয়াছেন, (বাস্তবিক পক্ষে জন্ম মূহূর্তেই মানুষের ধর্মীয় শিক্ষা শুরু হইয়া যায়) এবং সাত বৎসর বয়স হইতে যথারীতি নামাজ শিক্ষাদান ও এগার বৎসর বয়স হইতে বাজামাত নামাজ আদায়ের জন্য কঠোর আদেশ দিয়াছেন। হযরত মোসলে মাওউদ(রাঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি যথারীতি বাজামাত নামাজ আদায় করে, তাহার মধ্য হইতে সর্ব প্রকার বদ-অভ্যাস পরিশোধিত হইয়া যায়।" তাই এই দিকে শিশুদিগকে অগ্রবর্তী করিবার জন্য আমোদিগকে সম্মিলিত ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। আজ যে শিশু, কাল সে হইবে ইসলামের একনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ সেবক।

সম্প্রতি হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ) সকল শিশুদিগকে ওয়াকফে জদীদের অন্তর্ভূক্ত করিয়া তাহাদিগকে ইসলামের সেবায় সরাসরি অংশ গ্রহণের সুযোগ দিয়াছেন এবং তাহাদের নিমিত্ত একটি চাঁদার এলানও পেশ করিয়াছেন। প্রতি শিশুর নিকট হইতে ৫০ পয়সা অথবা অবস্থাবিশেষে পরিবারস্থ সকল শিশুর তরফ হইতে ৫০ পয়সা ওয়াদা গ্রহণের নির্দেশ আসিয়াছে।

হযরত সাহেব আশা করেন, যে বর্তমান বৎসরে এই ভাবে ৫০,০০০ হাজার টাকা সংগ্রহ করা যাইবে। শিশু তথা অবিভাবকদিগকে এই চাঁদ দানের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সম্পর্কে জ্ঞানদান করিতে

হইবে। হজরত সাহেবের এই পবিত্র ও সময়োপযোগী তাহরীককে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য খুদ্দামদিগকে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে।

আমাদের পঞ্চম কর্তব্য হইল, খেদমতে খালকের প্রতি মনোযোগী হওয়া। জাতী-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানব ও সৃষ্টি। জীবকে সেবা করিতে হইবে। ঘোরতর শত্রু জানিয়াও তাহার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ ও সমবেদনা জ্ঞাপন মহত্ত্বের পরিচায়ক।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাঁহার যাত্রা পথে কাঁটা প্রদানকারিণী বৃদ্ধারও সেবা করিয়া ছিলেন; ইহুদী অতিথির সমস্ত নোংরা ময়লাও নিজ হস্তে পরিষ্কার করিয়াছিলেন। এমনি ভাবে মহত্তর সেবা-পরায়নতার পরিচয় পাইয়া প্রথম যুগের শত্রুরাও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। এই সব দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে খেদমতে খালকের কাজে অগ্রসর হইতে হইবে।

ইহার পর ষষ্ঠম কর্তব্য হইলো, তবলীগের প্রতি তৎপর হওয়া। ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পয়গামকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইবার কর্মে অগ্রসর হইতে হইবে। আল্লাহ মসিহ মওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে এক নূতন জমীন ও আসমান প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। খুদ্দামরাই হইল ইহার অগ্রদূত। হযরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন, 'আমাদের প্রকৃত ঈদ তখন অনুষ্ঠিত হইবে, যখন সারা বিশ্বে এমন কোন স্থান অবশিষ্ট থাকিবে না, যেখানে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" বাণী উচ্চারিত হইয়া উঠিবে না।' ইসলামের সেবায় ও রাসুল্লার প্রেমে হইয়া মসিহ মওউদ (আঃ)-এর ভক্ত বৃন্দকে এখন পিপাসার্ত সকল মানবাত্মার তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্তে অগ্রসর হইতে হইবে। সারা বিশ্ব আমাদের আগমন প্রতিক্ষায় তাকাইয়া আছে; নিজ ধন জন আত্মীয়স্বজন, এমন কি জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়াও তহাদের দিকে আমাদিগকে ছুটিতে হইবে। আমাদের কর্মে সাহায্য করিবার জন্য আল্লাহ তায়ালা আকাশ হইতে ফেরেশতাগনকে অবতীর্ণ করিবেন।

খুদ্দামুল আহমদীয়ার কর্তব সম্বন্ধে আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব পর নয়। কেবল বর্তমান পরিস্থির মুকাবিলায় যে সমস্ত দিকে আমাদিগের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে নিপতিত হওয়া প্রয়োজন সেই গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম।

পরিশেষে, রাসুলুল্লাহর জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করিতে চাই। হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) যখন তায়েফে ইসলাম প্রচারের জন্য গমন করেন, তখন সেখানকার জনগন তাঁহাকে পাগলরূপে চিত্রিত করিয়া সকল ছেলে-মেয়েদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া দেয়। অস্ত্র প্রস্তারাঘাতে রাসুলুল্লাহ জর্জরিত হন। তাঁহার এহেন দুর্দশায় কাতর হইয়া ফেরেশতাগণ বলিলেন, "হে রসুলুল্লা আপনি আদেশ করুন, আমরা ইহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেই।" রাসুলুল্লাহ ক্রন্দনস্বরে বলিলন, "যদি এই সমস্ত লোকদিগেকে ধ্বংশ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আল্লাহর বাণী শ্রবন করিবে কে?"

আমরা দোয়া করি আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে ইসলামের খেদমতে সবকিছু কোরবাণী করিবার তৌফিক দিন।

আমীন।

.. But in some parts of the south, particualarly along the coast, the Ahmaeiyya movement is making great gains. The Popular hope that Gold cost would soon become christian is in greater danger than we think...

It is not yet decided whether the cross or the crescent shall rule over Africa.

—Prof S. G. Williamson, (Ghana University.)

★

আখবারে আহ্‌মদীয়া

মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার

॥ ফজলে উমর ফাউণ্ডেশানের চাঁদা ॥

মহান নেতা হজরত মোসলেহ মওউদ (রাঃ) স্মৃতিকে প্রত্যেক আহমদীর মধ্যে চির জাগরুক রাখার উদ্দেশ্যে তৃতীয় খলিফা হজরত মীর্জা নাসের আহমদ (আইঃ) বিগত সালানা জলসায় 'ফজলে উমর ফাউণ্ডেশান" প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের চাঁদা বাবদ এযাবত প্রায় ৩২ লক্ষ টাকার ওয়াদা হয়েছে; তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ওয়াদার পরিমাণ সর্বমোট ২০৮৩৭৪ টাকা। হজরত খলিফা সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক এ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের এপ্রিলের মধ্যে উহার এক তৃতীয়াংশ পরিশোধ করার জন্য ওয়াদাকারীদিগকে তৎপর হতে বলা হয়েছে।

॥ ফজলে উমর দাতব্য চিকিসালয়ের রিপোর্ট ॥

আমাদের ঢাকাস্থ ফজলে উমর দাতব্য চিকিৎসালয়ের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ডাঃ মোহাম্মদ মুসা সাহেবের রিপোর্ট অনুযায়ী গত নভেম্বর মাসে ৩১২ জনকে বিনা পরসায় চিকিৎসা করা হয়েছে। বিগত জানুয়ারী থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এযাবত সর্বমোট ২৩৬০ জন রুগীকে যথারীতিভাবে ঔষধদান ও সেবা-শুশ্রুষা করা হয়েছে বলে উক্ত রিপোর্টে জানা যায়।

জনৈক প্রবীন আহমদীর মৃত্যু

সম্প্রতি প্রেরিত খবরে প্রাপ্ত, মাহেগঞ্জ জামাতের প্রবীন কর্মী মুন্সি মোঃ করম উদ্দীন ১০০ বৎসর বয়সে গত ২১শে আশ্বিন শনিবার অপাহ্নে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে ...রাজেউন) বিগত ৫৪ বৎসর পূর্বে তিনি আহমদী সিলসিলার অন্তর্ভূক্তি লাভ করেন। মাহেগঞ্জ জামাত প্রতিষ্ঠা ও উহার উন্নতির মূলে তাহার এক বিশেষ অবদান রয়েছে।

আমরা তাঁহার পরলৌকিক মঙ্গল কামনা করে দোয়া জানাই।

বিবাহ বার্তা

পূর্ব পাকিস্তানস্থ আহ্‌মদীপুত্র-কন্যাদের সময়োপযোগী বিবাহ দানকল্পে সদরের এক বিশেষ নির্দেশে বিগত ১লা নভেম্বর মৌঃ আবু তাহের সাহেব ঢাকায় আগমণ করেন। ইতিমধ্যে উল্লিখিত তিনটি বিবাহ সমাপ্ত হয়েছে এবং অনেকগুলো সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে।

অনুষ্ঠিত বিবাহ :—

দিনাজপুর জেলার মৌঃ আবদুল হাকিম সাহেবের পুত্র মোঃ জিয়াউল হক সাহেবের সাথে ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী মৌঃ আজিমুদ্দীন সাহেবের কন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে।

কুমিল্লা জেলার অধিবাসী ডাঃ মোঃ বজলুর রহমান সাহেবের পুত্র মোঃ আবদুর রহমান ভুঁইয়া সাহেবের সাথে সিলেট জেলার অধিবাসী চৌধুরী আবদুল জাব্বার সাহেবের কন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে।

উক্ত ডাঃ বজলুর রহমান সাহেবের কন্যার সাথে বরিশাল জেলার অধিবাসী মৌঃ মোবারক হোসেন সাহেবের শুভ বিবাহ একই সময় সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখিত বিবাহ-গুলি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহিত ব্যক্তিদের দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা ও ইহকাল পরকালের মঙ্গল কামনা করে আমরা দোয়া জানাই।

৩। আমীর সাহেবের জামাত সফর

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব কতিপয় জামাত পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে বিগত ১৯সে নভেম্বর ঢাকা ত্যাগ করেন। অতঃপর নাটোর দিনাজপুর, ভাতগাঁও, আহমদনগর, পার্বতীপুর চুয়াডাঙ্গা, উথালী, কুষ্টিয়া, সুন্দরবন ও ফরিদপুর জামাত সমূহ পরিদর্শন করে গত ১২ই ডিসেম্বরে তিনি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 12·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The Economic struture of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত :	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা :	,,	Rs 0·50
খাতামান নাবীঈন :	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ :	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে ও আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	আমাদের শিক্ষা	লিখক—হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)
২।	ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৩।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)
৪।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৫।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৬।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৭।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	,, ,,
৮।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৯।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১০।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১১।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,, ,,
১২।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
১৩।	হোশান্না	,, ,,
১৪।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
১৫।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
১৬।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,

প্রাপ্তিস্থান

এ টি চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.